দিলীপ পিকচার্স-এর নিবেদন

ভালবাসা

ভালবাসা

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

কলাকুশলীবৃন্দ

চলচ্চিত্রায়নে : প্রবোধ দাস ॥ শব্দানুলেখনে : বাণী দত্ত ও মণি বসু ॥ সুর-যোজনায় : নচিকেতা ঘোষ ॥ গীত-রচনায় : গৌরীপ্রসন্ন ॥ শিল্প-তত্ত্বাবধানে : সৌরেন সেন ॥ শিল্প-নির্দেশে : পুলিন ঘোষ, গোপী সেন ॥ চিত্র-সম্পাদনায় : গোবর্ধন অধিকারী ॥ রূপ-সজ্জায় : ত্রিলোচন পাল ॥ কর্মসচিব : সুকুমার বসু ॥ প্রচার-পরিচালনায় : সুধীরেন্দ্র সান্যাল ॥

চিত্রপরিস্ফুটন-শিল্পে : আর-বি-মেহতার তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটোরীজ লিমিটেড ॥ স্থির-চিত্রগ্রহণে : স্টুডিও শ্যাঙ্‌গ্রী-লা ॥ প্রচারসজ্জা-পরিবেশনে : আর্টিস্টস্ সার্কেল এবং ব্রাইটস্পট ॥ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও ও ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে নির্মিত ও আর-সি-এ ফটোফোন-যন্ত্রে বাণীবদ্ধ ॥

সহযোগিবৃন্দ—

পরিচালনায় : বিজলীবরণ সেন, অমিত মৈত্র, কণকবরণ সেন, লিলি সাহা ॥ চলচ্চিত্রায়নে : দুর্গা রাহা, গোরা মল্লিক, শশধর সেন ॥ শব্দানুলেখনে : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুজিত সরকার ॥ সুর-যোজনায় : জয়ন্ত শেঠ ॥ চিত্র-সম্পাদনায় : মধু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ব্যবস্থাপনায় : শিবপদ মিত্র ॥ রূপসজ্জায় : দেবী হালদার ও বৈজরাম ॥

নেপথ্য সঙ্গীতারোপে—

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ও সুচিত্রা মিত্র ॥

কৃতজ্ঞতা-স্বীকৃতিতে—

চন্দ্রকুমার স্টোরস্ ॥ অপটিক হাউস ॥ এইচ্‌ মুখার্জী এ্যাণ্ড ব্যানার্জী সার্জিক্যাল লিঃ ॥ "সোনার দোকান" ॥ নার্সেস্ ইউনিয়ন ॥ রয়্যাল মেডিক্যাল স্টোর্স ॥ "মেলডি" ॥ স্ট্যাণ্ডার্ড ড্রাগ স্টোর্স ॥

চরিত্র-চিত্রণে—সুচিত্রা, বিকাশ, বসন্ত, জহর, মলিনা, কমল মিত্র, বনানী, মেনকা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির, সলিল দত্ত, তুলসী লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, কুমারী শ্রীজাতা, মাষ্টার সুখেন ॥ ই-সি-গ্রাস, নীলিমা দাস, আরতি ঘোষ, ব্রজ, অনিল, আশীষ, শান্তি, ধীরাজ দাস, সুমিত্রা, গীতা, পিস্‌লি, শিবপদ মুখোপাধ্যায়, ফটিক, গোপাল, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ ও অন্যান্য শিল্পীগণ ॥

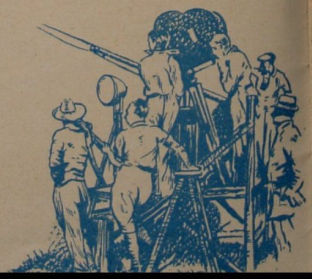

পরিবেশক :
ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
● লিমিটেড ●

• কাহিনী •

আসানসোল ...

সেখানকার কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শিবনাথ ঘোষ। স্ত্রী তপতী এবং একমাত্র কন্যা ঝিকিমিকি-কে নিয়ে স্ত্রীর প্রিয়বন্ধু অঞ্জনার বাড়ীতে এসেছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আজ অঞ্জনার গৃহে উৎসব — তার বিবাহের বাৎসরিক দিনে।

উৎসব-মুখরিত অঞ্জনার ভবনে, নানা আয়োজনের মধ্যে অঞ্জনা তুলেছে এক চমকপ্রদ প্রশ্ন — জীবনের সার্থকতা কিসে?

এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে প্রথম ডাক পড়লো শিবনাথের। শিবনাথ বলে : জীবনের সার্থকতা ভালবাসায়।

: কেমন করে ?

পাল্টা প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ - জানায় - ভালবেসে।

শোনা গেল, এই জবাবেরই সমর্থনে যুক্তি দিয়েছে শিবনাথ, তার তখনও প্রকাশের অপেক্ষায় - বইতে। বইখানি : "লভ্ দ্যাট লিবারেটস্" (যে প্রেম মুক্তি আনে) এই নামে বিলাতের কোন প্রকাশক ছাপাতে চেয়েছেন।

প্রতি বৎসরের মত এবারেও শিবনাথ পূজোর ছুটিতে এসেছে গাঁয়ে। সঙ্গে স্ত্রী ও কন্যা। জানতো না তারা, সেবার গ্রামে এসেছে ম্যালেরিয়া মড়কের রূপ নিয়ে।

ম্যালিগ্‌নান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হোল শিবনাথ। তপতীর আপ্রাণ সেবা ও গ্রামের ডাক্তারের

চিকিৎসায়
শিবনাথ সেরে উঠলো
বটে; কিন্তু জানালো,
চোখে সে কম দেখছে।
বিপন্ন তপতী, সখী অঞ্জনাকে
সব কথাই খুলে লিখলো
চিঠিতে। অঞ্জনা ব্যস্ত হয়ে সেই
দণ্ডেই তার সরকারকে পাঠিয়ে দিল,
সস্ত্রীক শিবনাথকে তার কল্‌কাতার বাড়ীতে
নিয়ে আসতে।

অঞ্জনার বাড়ীতে এসে
ওঠবার পর, শহরের বিশিষ্ট চক্ষুচিকিৎসক
ডাক্তার সেন শিবনাথের চোখ পরীক্ষা কোরে
নির্দেশ দিলেন – সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।
চোখ সারা না পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ একেবারে
বন্ধ রাখতে হবে।

ওদিকে আসানসোলে
স্বামীর মোটর-দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অঞ্জনাকে
হঠাৎ কল্‌কাতা ছাড়তে হোল। যাবার আগে
অঞ্জনা তপতীকে বিশেষ ভাবে বলে গেল: তার
অনুপস্থিতকালে কোনরকম অসুবিধা বা বিপদে
পড়লে অঞ্জনার পরমাত্মীয় – তার "রবিদা"কে
খবর দিতে এবং বিনা কুণ্ঠায় তার সাহায্য নিতে।
এই সূত্রে তপতী এটাও জানতে পারলো, অঞ্জনার
'দাদা' – রবি দত্ত চলচ্চিত্র-জগতে একজন
বিশিষ্ট প্রযোজক তথা পরিচালক রূপে
পরিচিত।

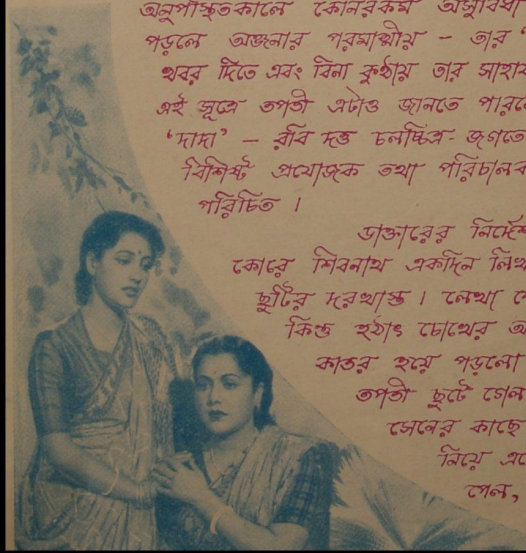

ডাক্তারের নির্দেশ উপেক্ষা
কোরে শিবনাথ একদিন লিখতে বসলো
ছুটির দরখাস্ত। লেখা শেষ হোল;
কিন্তু হঠাৎ চোখের অসহ্য যন্ত্রনায়
কাতর হয়ে পড়লো শিবনাথ।
তপতী ছুটে গেল ডাক্তার
সেনের কাছে। ওষুধ
নিয়ে এসে দেখতে
গেল, শিবনাথ

অসম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন –
স্বামী তার অন্ধ হয়ে
গেল।

শেষ চেষ্টা হিসেবে
ডাক্তার সেন একজন জার্মান
চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞের কথা
জানালেন। বল্লেন শীঘ্রই তাঁর
দিল্লীতে আসার কথা আছে। তিনি
বল্লে, তাঁকে দিয়ে অস্ত্রোপচার করালে
হয় ত' হারানো দৃষ্টি আবার শিবনাথ ফিরে
পেতে পারে। কিন্তু সে অনেক টাকার ব্যাপার।

তপতী মনস্থির করে, সে চাকরী করবে।
চাকরী করে টাকা আনবে স্বামীর চিকিৎসার জন্যে।
শিবনাথ কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হয় না। কিন্তু
শেষ পর্যন্ত নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সম্মতি দিতে হয়
শিবনাথকে। তপতী সম্মতি পায়; কিন্তু চাকরী
পায় না। পথে পথে ঘোরে; লোকের দোরে দোরে
কাজের সন্ধান করে। শিবনাথ বলে: তপতী গ্রামে
ফিরে চল। ডাক্তার বলেন: গ্রামে ফিরে গেলে
শিবনাথের চোখ অন্ধ হয়েই রইল সারাজীবনের মত।
তপতী বুঝল। তাই শিবনাথ যেদিন বিছানা থেকে
উঠে বসল দেখে যাবার জন্যে, সেদিন তপতী গেল
রবি দত্তর কাছে। জানালো, সে ছবিতে অভিনয়
করবে; তার অনেক টাকার দরকার।

আনুষঙ্গিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল তপতী।
'ওমর-খৈয়াম' – ছবিতে নায়িকার ভূমিকায়
আড়াই হাজার টাকা পারিশ্রমিকে অভিনয়
করতে চুক্তিবদ্ধ হোল তপতী।
রবি দত্ত কথা দেয়, ছবি শেষ না
হওয়া পর্যন্ত তপতীর অভিনেত্রী
হবার খবর গোপন রাখবে।

তপতী শিবনাথকে
জানায়, সে কাজ পেয়েছে।
কোন ধনীর ছেলে –
মেয়েকে পড়াবার

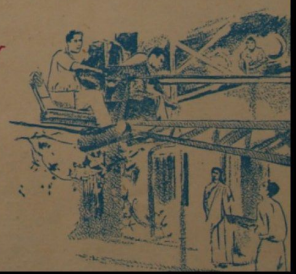

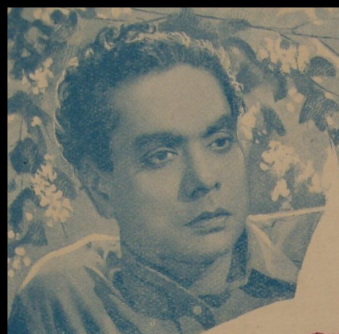

কাজ। শিবনাথ
সে কথা বিশ্বাস করে।
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে
এই প্রথম লুকোচুরী।

তপতী জানে,
শিবনাথ জীবন থাকতে তাকে
কখনও অভিনেত্রীর বৃত্তি গ্রহণ
করতে সম্মতি দেবে না। কিন্তু তপতী
নিরুপায়। তার সামনে আর কোন পথই
খোলা নেই। অঞ্জনার 'রবিদা'-ই এ চরম
মুহূর্তে তার শেষ অবলম্বন।

কিন্তু আড়াই হাজার টাকায় অস্ত্রো-
পচার অসম্ভব — জানালেন ডাক্তার সেন। এই
সমস্যার সমাধান করেন, রবি দত্তর বাবা আর
মা। মেয়েটির কাহিনী শুনে সমবেদনায় ভরে
ওঠে তাঁদের মন। তাঁরা বলেন: তপতীর জীবন-
টাই একটা নাটক। কাল্পনিক নয় — বাস্তব। এই
কাহিনী নিয়ে হতে পারে চমৎকার ছবি, যা খাঁটি
ও সত্য। উপযুক্ত পারিশ্রমিকে চুক্তিবদ্ধ হয়
তপতী সে কাহিনী লিখতে ও সেই কাহিনীর
নায়িকার ভূমিকায় রূপ দিতে।

দুখানা ছবির কাজ চলে পাশাপাশি।
"ওমর-খৈয়াম" আর তপতীর জীবন-কাহিনী —
যার নাম দেওয়া হয়েছে: "যে প্রেম মুক্তি আনে"।

স্বামীকে তপতী জানায়, টাকার
জোগাড় হয়েছে। মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক
এবং গহনা বিক্রীর টাকা। সে একথাও
বলে শিবনাথকে: গহনা বিক্রীর টাকাতেই
অস্ত্রোপচারের খরচ উঠবে।

জার্মান বিশেষজ্ঞ আসেন।
বিশিষ্ট এক নার্সিংহোম-এর
আধুনিকতম অপারেটিং থিয়েটারে
শিবনাথের চোখে অস্ত্রো-
পচার করেন তিনি।
একমাস পরে,
চোখের

ব্যাণ্ডেজ
খুললে শিবনাথ যে
চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবেন,
সে আশ্বাস দেন অভিজ্ঞ শল্য-
চিকিৎসক। এই একমাসকাল
শিবনাথ কাটায় নার্সিংহোমে।

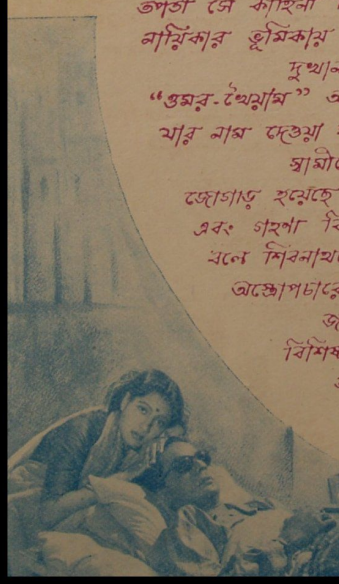

অঞ্জনা একদিন তপতীকে
প্রশ্ন করে: দৃষ্টি ফিরে পাবার পর
শিবনাথ যখন জানতে পারবেন সে কথা?

তপতী জবাব দেয়: কেউ তাঁকে বলবার
আগেই, আমি নিজে গিয়ে সব কথা তাঁকে খুলে
বোলব। তারপর? জানি না ত! তাঁর চোখ ত'
ভাল হোক আগে?

নার্সিংহোমে একমাস পর শিবনাথের চোখের
ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়। শল্যচিকিৎসকের কথাই সত্য হয়।
শিবনাথ ফিরে পায় তার হারানো দৃষ্টি। মিলন হয় স্বামী
স্ত্রীর। কিন্তু তারপর একদিন অঞ্জনার আশঙ্কাই সত্য হয়ে
ওঠে। শিবনাথ জানতে পারে, তার স্ত্রী ফিল্মের অভিনেত্রী।
সে তার সঙ্গে অভিনয় কোরে অভিনেত্রীর বৃত্তি গ্রহণ
করেছে। সেই রোজগারের টাকাতেই হয়েছে শিবনাথের
চিকিৎসা। স্বামী-স্ত্রীর যে কথা হোলো তাতে বার বছরের
মধুর দাম্পত্যজীবনের বীণার তারগুলি যেন সব এক সঙ্গে
ছিঁড়ে গেল।

ছবির নাটকে স্বামী, স্ত্রীকে অভিনেত্রী জেনে বলেছিল —
"তুমি সাবিত্রী ..."। কিন্তু জীবন নাটকে? .. শিবনাথ
স্ত্রীকে অভিনেত্রী জেনে তখুনি বলতে পারে নাই
"তুমি সাবিত্রী ..."। এমনই হয়। ভালবাসায়
আমিত্বের যে মুক্তি আনে ... স্বামীত্বের অহঙ্কার
তা দেখতে পায় না। তবু তপতী চলে
গেল। শিবনাথ তা বুঝতে পেরেছিল।
তখনও অর্দ্ধ অন্ধ সে। তপতীর
কাছে ছুটে গিয়ে সে বলেছিল —
"তপতী আমি শুধু লিখেছি
যে প্রেম মুক্তি আনে — তুমি
... তুমি জীবন্ত সে প্রেম-"।

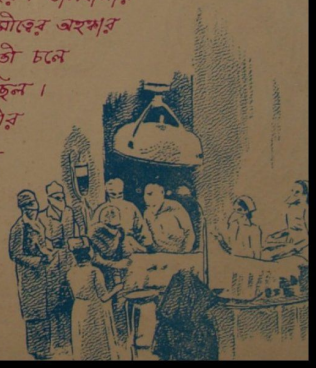

সঙ্গীত

॥ এক ॥

তুমি যে আমার প্রথম প্রেমের লজ্জাজড়ানো ছন্দ, ওগো
তুমি যে আমার আকাশ-ভরানো তারাময়ী শুভ-মিলন-রাতি
তুমি যে আমার স্বপ্ন-পিয়াসী বকুলমালার গন্ধ ওগো।
তুমি যে আমার ফাগুন বেলার রঙে-রসে-ভরা ধরার হাসি
তুমি যে আমার পরাণের গোঠে গোকুল-মাতানো শ্যামের বাঁশী
তুমি যে আমার মানসী-রাধার প্রণয়ের ফুল-বন্ধ, ওগো
তুমি যে আমার স্বপ্ন-পিয়াসী বকুলমালার গন্ধ, ওগো।
তুমি যে আমার মধু-অভিসার চির অরূপেরে জানার তৃষা
তুমি যে আমার মুক্তি-তীর্থ অসীম-অশেষ-পথের দিশা
তুমি যে আমার অন্তরযামী সুন্দর আনন্দ ওগো
তুমি যে আমার অশ্রু মুছায়ে ঘুচাও সকল দ্বন্দ্ব ওগো।

[রচনা : : গৌরীপ্রসন্ন]

॥ দুই ॥

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল ॥
মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ-বেদনায় ;
অপিনু হাতে তাঁর খেদ নাই, আর মোর খেদ নাই ॥
বহুদিন বঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই মিটল সে পরশের তিয়াষা।
এতদিনে জানলেম—যে কাঁদন কাঁদলেম—সে কাহার জন্য
ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য ॥

[রচনা : : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ]

॥ তিন ॥

আঙুর ফুলেরে খুন করে গেছে মৌমাছি বেদুইন
আসমানে চাঁদ রাত জেগে জেগে ঐ হয়ে এলো ক্ষীণ।
জীবনের এই সরাইখানায় জেগে আছি পাশাপাশি
একবারো সাকী তুমি—কহিলেনা ভালবাসি।
সুর ও সুরায় প্রহর ফুরায় মালা বুঝি হ'লো বাসি
আমি শুনি তুমি বল, বল সাকী ভালবাসি ॥
এই রাত শেষে কাল ভোরে যবে—পাখীরা আজান দেবে
হয় ত বা সাকী, এ জীবন হতে, তুমিও বিদায় নেবে—
তবু চিরদিন এই দুটী কথা—হৃদয়ে বাজাবে বাঁশী
একটি রাতের মুসাফির আমি—তোমারেই ভালবাসি।
জীবনের এই সরাইখানায়, নাই যদি ফিরে আসি
মনে রেখো সাকী, শুধু দুটি কথা—ভালবাসি ॥

*　　*　　*

জান নাকি তুমি—ভালবাসাতেই জীবন পূর্ণ হয়
তারি মাঝে কেহ কোনদিন ওগো বাদশা গোলাম নয়।
লাল গোলাপের সুরভি জাগায় জাফরাণি ঠোঁটে হাসি
শুধু বল সাকী মোরে ভালবাসি ভালবাসি ॥

[রচনা : : গৌরীপ্রসন্ন]

সঙ্গীত

॥ চার ॥

ঘুম মাসী তুই অনেক কাল বাপের বাড়ী আসিস না
শিমুল শিমুল ঠোঁট-রাঙিয়ে আর তো তেমন হাসিস না।
বাঁশপাতারা নড়ে চড়ে জোনাকীরা পিদীম ধরে
লাখো তারার ঝাড়বাতি ঐ ঝিকিমিকি করে ॥
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম্‌চিক্‌ড়ি চাম্‌চিকেরই ছা
হাঁদুর-দাদুর-আদুড়-গাছে ঝুলিয়ে আছে পা—
ও মাসি ঘুম দিয়ে যা ॥
মাছ কুটলে মুড়ো দেবো, ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো
নটে শাকের বড়ী দেবো, সবরি-কলার ছড়ি দেবো
ভাল করে খা মাসী লজ্জা করিস না, ও মাসী ঘুম দিয়ে যা ॥
ঘুম মাসী আজ আসবে মেয়ের পাল্কী সাজিয়ে
ঝিঁ ঝিঁ-টুলী ঐতো নাচে বাদ্যি বাজিয়ে।
সোনার আঁচিল সোনার পাঁচিল সোনার তিন পা দেয়াল্
সোনা কানে হুক্কা হুয়া হাঁক ছাড়ে খেঁকশেয়াল।
ও সে গা ধুয়ে ঐ নদীর জলে পোঁফে যে দেয় তা
ও মাসী ঘুম দিয়ে যা।
তোদের হলুদ বরণ গা—তোরাই রথে যা
তোদের মত কথায় কথায় কড়ি কোথায় পাব—
আমরা বরং মাসীর সাথে উল্টো রথে যাব
ও মাসী ঘুম দিয়ে যা ॥

[রচনা : : গৌরীপ্রসন্ন]

॥ পাঁচ ॥

ডেকো না আমারে, ডেকো না, ডেকো না।
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না ॥
আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,
মূল্য নাহি চাই যে ভালবেসেছি,
কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না ॥
আমার দুঃখ-জোয়ারের জলস্রোতে
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে –
আজ অবহেলা ছলনা দিয়ে ডেকো না ॥

[রচনা : : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ]

॥ ছয় ॥

আকাশ বাতাস চাঁদ তারা আর রঙ্ ঝরানো ফুলের মেলা
এই দুনিয়ার মালিক যিনি, সবই যে তাঁর প্রেমের খেলা ॥
যে আমি কাল হারিয়ে গেছি হাজার হাজার বছর আগে
আবার যেন সেই আমিতেই ফিরে এলাম অনুরাগে ॥
এ কোন্ নেশায় রাঙিয়ে গেল জীবনেরি রঙিন্ বেলা
এই দুনিয়ার মালিক যিনি, সবই যে তাঁর প্রেমের খেলা ॥
কাল কি হবে মিছেই ভাবা সে ত কারো নেইক জানা
পিছন পথে পড়ে আছে অতীতেরই সরাইখানা
যা আছে আজ সেই ত আসল মিছেই তাকে করি হেলা ॥
এই দুনিয়ার মালিক যিনি সবই যে তাঁর প্রেমের খেলা ॥

[রচনা : : গৌরীপ্রসন্ন]

দ্বিতীয় নিবেদন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

চিরকুমার সভা

পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট : দিলীপ পিকচার্স-এর পক্ষ হইতে প্রচার-সচিব সুধীরেন্দু সান্যাল-কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। আর্টিস্টস সার্কল কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত। ১-এ টেগোর ক্যাসল স্ট্রীট : কলিকাতা-৬ হইতে ইণ্ডিয়ান আর্ট কটেজ দ্বারা ব্লক ও মুদ্রণ।